নির্বাচিত সংস্কৃত 'গল্পসাহিত্যে' হাস্যরস: একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের

পিএইচ.ডি উপাধির জন্য

গবেষণা গ্রন্থের

সংক্ষিপ্তসার

জুবিন ইয়াসমিন

নিবন্ধ সংখ্যা-A00SA0400916

বর্ষ- ২০১৬-২০১৭

তত্ত্বাবধায়িকা- ডঃ শিউলি বসু

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২২

- গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম

নির্বাচিত সংস্কৃত 'গল্পসাহিত্যে' হাস্যরস: একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ।

- গবেষণা অভিসন্দর্ভটির অধ্যায়বিন্যাস

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে সামগ্রিকভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং অধ্যায়গুলির প্রারম্ভে এবং অন্তে যথাক্রমে 'উপোদ্ঘাতঃ' এবং 'উপসংহৃতিঃ' বিষয়ে আলোচনা করা হবে। 'উপোদ্ঘাতঃ' এর পূর্বে প্রকৃত গবেষণা অভিসন্দর্ভে মঙ্গলাচরণ, আমুখ, কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ইত্যাদি বলা হয়েছে।

।।বিষয়ানুক্রমণিকা ।।

- মঙ্গলাচরণ
- আমুখ
- কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন
- উপোদ্ঘাতঃ-

ক) গবেষণা অভিসন্দর্ভটির নির্বাচনের কারণ

খ) গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য

গ) গবেষণার পরিধি

ঘ) আলোচিত গ্রন্থের পর্যালোচনা

ঙ) গবেষণা পদ্ধতি

চ) বানান বিধি

প্রথম অধ্যায়ঃ

১.১ ভূমিকা

১.২ বৈদিক সাহিত্যে নির্বাচিত সংবাদ, আখ্যান, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, কথা, কাহিনীর নিদর্শন

১:২:১ সংহিতায় নির্বাচিত সংবাদ ও আখ্যানের পরিচয়

১:২:২ ব্রাহ্মণে নির্বাচিত উপাখ্যান, কথা ও কাহিনীর পরিচয়

১:২:৩ উপনিষদে নির্বাচিত উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, সংবাদ ও কাহিনীর পরিচয়

১:৩ আগম গ্রন্থে নির্বাচিত আখ্যান, কাহিনীর নিদর্শন

১:৪ *বাল্মীকিরামায়ণ* ও *বৈয়াসিকমহাভারতে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর নিদর্শন

১:৪:১ *বাল্মীকিরামায়ণে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর পরিচয়

১:৪:২ *বৈয়াসিকমহাভারতে* নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান ও কাহিনীর পরিচয়

১:৫ মহাপুরাণে নির্বাচিত আখ্যান, উপাখ্যান কথা ও কাহিনীর নিদর্শন

১:৬ জাতক সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যানের নিদর্শন

১:৭ অবদান সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যানের নিদর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়- ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রানুসারে হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্ত্যে হাস্যরসের ধারা

১:১ হাস্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১:২ ভাব ও রস

১:৩ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরস

১:৪ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরসের ভেদ

১:৫ হাস্যরস সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য কারণ

১:৫:১ অসঙ্গতি

১:৫:২ কৌতূহল

১:৫:৩ অনৌচিত্য

১:৬ তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন

১:৭ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে হাস্যরসের নির্বাচিত কয়েকটি নাম সমীক্ষা

১:৭:১ কমেডি (Comedy)

১:৭:২ হিউমার (Humour)

১:৭:৩ উইট (Wit)

১:৭:৪ ফান (Fun)

১:৭:৫ পুন (Pun)

১:৭:৬ স্যাটায়ার (Satire)

১:৭:৭ ল্যামপূণ বা প্যারোডি বা বারলেসকিউ (Lampoon or parody or Burlesque)

১:৮ প্রাচ্যের হাস্যরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মেলবন্ধন

তৃতীয় অধ্যায় - সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

১.১ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বনে ' গল্প ' শব্দটির ব্যাখ্যা

১:২ গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

১:৩ গল্পসাহিত্যে নীতিশিক্ষা

১:৪ গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের পরিচয়

১:৪:১ বৈদিক সাহিত্যে হাস্যরসের উৎস

১:৪:২ বাল্মীকিরামায়ণে হাস্যরসের নিদর্শন

১:৪:৩ *বৈয়াসিকমহাভারতে* হাস্যরসের নিদর্শন

১:৪:৪ বৌদ্ধদের জাতকের গল্পে হাস্যরসের নিদর্শন

১:৪:৫ পালি গ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন

চতুর্থ অধ্যায়- গল্পসাহিত্য ও সমকালীন সমাজ

১:১ সংস্কৃত সাহিত্যের গল্পসাহিত্য

১:১:১ *পঞ্চতন্ত্র*

১:১:২ *বেতালপঞ্চবিংশতি*

১:১:৩ *শুকসপ্ততি*

১:১:৪ *বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*

১:১:৫ *হিতোপদেশ*

১:১:৬ *পুরুষপরীক্ষা*

১:১:৭ *ভোজপ্রবন্ধ*

১:২ তৎকালীন সমাজে সাহিত্যের প্রভাব

১:২:১ *পঞ্চতন্ত্রে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

১:২:২ *বেতালপঞ্চবিংশতিতে, শুকসপ্ততিতে, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকাতে, হিতোপদেশে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

১:২:৩ *পুরুষপরীক্ষাতে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

১:২:৪ *ভোজপ্রবন্ধে* তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

পঞ্চম অধ্যায়- নির্বাচিত গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ

১:১ *পঞ্চতন্ত্রে* হাস্যরস

১:২ *বেতালপঞ্চবিংশতিতে* হাস্যরস

১:৩ *শুকসপ্ততিতে* হাস্যরস

১:৪ *বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকাতে* হাস্যরস

১:৫ *হিতোপদেশে* হাস্যরস

১:৬ *পুরুষপরীক্ষা*তে হাস্যরস

১:৭ *ভোজপ্রবন্ধে* হাস্যরস

উপসংহার

পরিশীলিত গ্রন্থানুক্রমণী

ক) আকর গ্রন্থসমূহ

খ) সংস্কৃতশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ

গ) ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

ঘ) বাংলা গ্রন্থসমূহ

- সঙ্কেতসূচী

গবেষণা অভিসন্দর্ভে বহুবিধ গ্রন্থ সমূহের নাম বারংবার প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে। সেই কারণেই গবেষণা অভিসন্দর্ভে যে সমস্ত গ্রন্থসমূহ প্রধান ভাবে উল্লিখিত হয়েছে সেই সমস্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান গ্রন্থ সমূহের সঙ্কেতসূচী নিম্নে প্রদত্ত হলো-

নাঃ শাঃ -*নাট্যশাস্ত্রম্*

সা.দ. -*সাহিত্যদর্পণম্*

A.S.L - *Aspects of Sanskrit Literature*

A.H.S. L *A - History of Sanskrit Literature*

H.S.L - *History of Sanskrit Literature*

- গবেষণা কার্যটির নির্বাচনের কারণ

অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন করতে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধেয়া তত্ত্বাবধায়িকা। স্নাতক স্তরে তাঁর কাছেই প্রথম গল্পসাহিত্যের বিষয় এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্নপ্রস্থান সম্বন্ধে অবগত হয়। আর সেখান থেকেই এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। অভিসন্দর্ভের মধ্যে রয়েছে গল্পসাহিত্যের

নির্বাচিত গল্প যেমন *পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি, বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, হিতোপদেশ, পুরুষপরীক্ষা, ভোজপ্রবন্ধ*। উক্ত গল্পের গ্রন্থগুলি তত্ত্বাবধায়িকার কাছ থেকে এবং নিজেই সংগ্রহ করেছি। কাব্য মাত্রই রসাত্মক। আর গল্পসাহিত্য নামক শ্রব্যকাব্যে রস আবশ্যক। গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উপস্থিতির প্রতি আকর্ষণ থেকেই এই বিষয়ে গবেষণা আসা। সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে গল্পসাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব চিরপ্রচলিত। নীতিশিক্ষা প্রণোদিত গল্পসাহিত্যের মধ্যে হাস্যরসের উপস্থিতি এই অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তু।

- গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়
- গল্পসাহিত্যের স্বরূপ, সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ, সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পসাহিত্যের উৎস ইত্যাদি সমূহের যথাযোগ্য পর্যালোচনা।
- সংস্কৃত ও অন্যান্য তত্ত্ব গ্রন্থে গল্প, গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, গল্পসাহিত্যের নীতি শিক্ষা এবং সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্য রসের উৎস প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- নির্বাচিত সাতটি গল্পসাহিত্যের পর্যালোচনা ও উক্ত গল্পে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
- ভাব ও রস, তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরস, তত্ত্বগ্রন্থে হাস্যরসের ভেদ, হাস্যরস সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য কারণ, তত্ত্বগ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন, প্রাচ্যের হাস্যরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মেলবন্ধন ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- নির্বাচিত গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের নিদর্শন বিশ্লেষিত হয়েছে।
- সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা, নীতিমূলক গল্পসাহিত্যের ব্যাপকতা, রসবোধ, হাস্যরসের তাৎপর্য, হাস্যরসের মনস্তাত্ত্বিক ও শারীর বৃত্তীয় কল্যাণ, গল্পসাহিত্যে সামাজিক প্রতিফলন, পরবর্তী সাহিত্যে হাস্যরসের প্রতিফলন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে।
- গবেষণার পরিধি

পরিধি-ই পারে যে কোন কাজকে সুসংগঠিত রূপ দিতে। তাই গল্পসাহিত্যের চরিত্র, বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা দিকে দৃষ্টিপাত করে উপরি উক্ত নির্বাচিত সাতটি গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে

হয়েছে। হাস্যরসের তাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে সংস্কৃত আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে এবং পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

- আলোচিত গ্রন্থের পর্যালোচনা

এই গবেষণার পরিসরে বহু গ্রন্থের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য নিয়েছে। সেই দীর্ঘ তালিকার থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

১.কাঞ্জিলাল, দিলীপকুমার. *সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস,* সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা: ১৩৭১, পৃষ্ঠা-২৮৬।

গবেষণায় প্রবেশের প্রধান এবং প্রথম সহায়ক হলো এই গ্রন্থটি। গবেষণায় আসার পূর্বে ছাত্রাবস্থায় এই গ্রন্থটির সাহায্য নিয়েছি। গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস বৈদিক যুগ, *বাল্মীকিরামায়ণ* ও *বৈয়াসিকমহাভারত* এবং পরবর্তী যুগে তার প্রতিফলন, *নাট্যশাস্ত্রে* আটটি বা নয়টি রসের মধ্যে হিসাবে হাস্যরসের স্থান, হাস্যরসের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের ভেদের সাথে ইংরেজি সাহিত্যে হাস্যরসের ভেদগুলির সাথে সাদৃশ্য, পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বের সাথে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের সাদৃশ্য, হাস্যরসাত্মক রচনা উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি, নীতিমূলক গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের প্রতিফলন ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য বইটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২. বিশ্বাস, অচিন্ত্য.*কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা,* গীতা প্রিন্টার্স, কলকাতা: ১৪০৭।

রসের স্বরূপ, রস ও ভাবের মধ্যে সম্পর্ক, বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাবের সম্পর্ক, কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ, রস নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয় অতি সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা হয়েছে, সেই বিষয়টি জানার জন্য গ্রন্থটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩. শাস্ত্রী, অশোকনাথ. *রস ও ভাব,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা: ১৪০৪ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ)।

আলোচ্য গ্রন্থে ভারতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী রস ও ভাবে সামগ্রিক আলোচনা, রসের সংখ্যা রস উৎপত্তির বিচিত্র প্রক্রিয়া, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রস স্বরূপের বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ, রসের

নিষ্পত্তিতে ভাব সমূহের ভূমিকা, হাস্যরসের স্বরূপ, হাস্যরস সম্পর্কে বিভিন্ন আলঙ্কারিকবর্গের মতামত, প্রতীচ্যের হাস্যরসের ভাগ ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য এই গ্রন্থটির কাছে ঋণী।

৪. Dasgupta, S. N & S. K. Dey. *A History Sanskrit Literature classical period* vol. 1, Kolkata: University of Calcutta, 1947.

এই গ্রন্থটির মধ্যে নির্বাচিত গল্পগুলির কালের পর্যায়ক্রম, কবি পরিচিতি, নির্বাচিত গল্পগুলি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, তৎকালীন সময়ে সমাজের প্রতিচ্ছবির বিভিন্ন চিত্রের মূল্যবান তথ্য আলোচিত হয়েছে।

৫. De, S. K. *Aspects of Sanskrit Literature*, Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1976, pp-315

.এই গ্রন্থটির "Wit Humour and Satire in Ancient Indian Literature" অধ্যায়ে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে তার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের উৎস প্রসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বর্ণিত রয়েছে.। এই গ্রন্থে *পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি* ইত্যাদি গল্পকে হাস্যরসাত্মক গল্প বলে অভিহিত করেছেন। গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস যে অতি প্রাচীন তা কাল ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এই গ্রন্থটি সেটি প্রমাণ করে দেয়। তাই বিশেষ ভাবে এই গ্রন্থটির কাছে ঋণী।

- গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা কর্মটি 'Modern Language Association (MLA) এর অষ্টম সংস্করণ (8th edition) অনুযায়ী করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটি 'Shonar Bangla'ফন্টে লেখা হয়েছে। যেখানে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে 'Times New Roman 'এর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তথ্যসূত্র দেওয়া হয়েছে। দুটি প্রকৃতির মাঝে ১.৫ সেন্টিমিটার ব্যবধান রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠার উপরে, নীচে এবং ডান পাশে ১.৫ সেন্টিমিটার জায়গা এবং বামপাশে বাঁধায়ের জন্য ২ সেন্টিমিটার জায়গা ছাড়া হয়েছে। অভিসন্দর্ভের গ্রন্থপঞ্জিতে আমার তত্ত্বাবধায়িকার সমর্থিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- বানান বিধি

নির্বাচিত গল্পগুলিতে চরিত্রের নামের ক্ষেত্রে কবি বা লেখক যে বানান ব্যবহার করেছেন সমগ্র অভিসন্দর্ভে সেই বানান অনুসৃত হয়েছে, তা হয়েছে আমার তত্ত্বাবধায়িকা নির্দেশ অনুসারে। আলোচনায় সর্বত্র কবি বা লেখকের ব্যবহৃত বানানই রক্ষিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশে সংসদ বাংলা অভিধান অনুযায়ী লেখা হয়েছে।

।। প্রথম অধ্যায়।।

ভূমিকা

এই অধ্যায়ে গল্পের স্বরূপ, গল্পসাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য, সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' শব্দটির পারিভাষিক শব্দের উৎস যেমন ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অর্থবাদ [১] অংশে আখ্যান, উপাখ্যান জাতীয় রচনার উল্লেখ পায়। এছাড়া বৈদিক সাহিত্যে 'গল্প' অর্থে ইতিহাস, পুরাণ, বাকোবাক্য, গাথা, শ্লোক, নারাশংসী, আখ্যায়িকা, আখ্যান, সংবাদ, কথা, কাহিনী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ভারতবর্ষের জীবনধারার বহুমুখী প্রবাহকে কেন্দ্র করে জনপ্রিয় উপাদানের সমন্বয়ে গল্পসাহিত্যের উপস্থাপন করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পসাহিত্যের উৎস এবং সমস্ত গল্পের বিষয়বস্তু যথাক্রমে কাল অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে আলোচিত হয়েছে-

- বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সংহিতায় *ঋগ্বেদ সংহিতায়* যেসব সংবাদ সূক্তগুলি আছে তারমধ্যে আখ্যান - উপাখ্যানের বীজ নিহিত আছে সেগুলি হলো নিম্নরূপ-

  ক) বিশ্বামিত্র-নদী সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ৩/৩৩)-বিশ্বামিত্র এবং নদী বিপাশা ও শতুদ্রী মধ্যে কথোপকথন এই সংবাদের বিষয়বস্তু।

  খ) যম-যমী সংবাদ (*ঋগ্বেদ* ১০/১০)-যম ও তার ভগিনী যমীর মধ্যে কথোপকথন প্রধান উপজীব্য বিষয়।

- ব্রাহ্মণে গল্পসাহিত্যের পরিচয়

ক) নাভানেদিষ্ঠোপাখ্যান (*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*)-

খ) নাভানেদিষ্ঠের সত্যভাষণের দ্বারা উচ্চতরজীবনাদর্শ ও ঐহিক ফললাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

গ) শুনঃশেপাখ্যান (*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*)-

ঘ) ইক্ষ্বাকুবংশীয় অপুত্রক রাজাহরিশচন্দ মনুষ্য ও প্রাণীর পুত্রেচ্ছা লাভের হেতু প্রসঙ্গে ঋষি নারদ ও বরুণ দেবের উক্তি, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উপদেশে অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ বরুণদেবের পূজা দ্বারা নিজের প্রাণ রক্ষার কাহিনী বর্ণিত।

- উপনিষদে গল্পসাহিত্যের নিদর্শন:

ক) যম- নচিকেতা উপাখ্যান (*কঠোপনিষদ,* প্রথম অধ্যায়)- যম ও নচিকেতার কথোপকথনের মাধ্যমে আত্মতত্ত্বের উপদেশের বাণী বর্ণিত হয়েছে।

খ) উষস্তি-চাক্রায়ণের আখ্যায়িকা (*ছান্দোগ্যোপনিষদ,* প্রথম অধ্যায়)- চক্রের পুত্র উষস্তি দেশ ভ্রমণের সমর্থা পত্নীর সঙ্গে ইভ্য গ্রামে বসবাস কালীন কুরুদেশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হলে, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

- আগম গ্রন্থে গল্পসাহিত্যের নিদর্শন:

  ক) *বসুদেবহিণ্ডী* বা *বসুদেবচরিত* - বসুদেবের ভ্রমণ কাহিনী, বিভিন্ন শলকাপুরুষদের কাহিনী, কুবের দত্তচরিত, মহেশ্বর দত্তচরিত প্রভৃতি আখ্যান পাওয়া যায়।

  খ) *শমরাইচচকহা* বা *সমরাদিত্য কথা* - উজ্জয়িনী রাজা সম্রাটের নয় জন্মের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

  গ) *ধূত্তক্খাণ* বা ধূর্তাখ্যান

  - *বাল্মীকিরামায়ণে* গল্পসাহিত্যের নিদর্শন:

ক) ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যান (ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদের জামাতার দ্বারা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের বিবরণ বর্ণিত আছে)।

খ) গঙ্গা অবতার আখ্যান (রাজা সগরের প্রপৌত্র ভগীরথের মহৎ তপস্যার দ্বারা গঙ্গা অবতরণের কাহিনী বর্ণিত আছে)।

- *বৈয়াসিকমহাভারতে* গল্পসাহিত্যের নিদর্শন:

ক) *আদিপর্বের* অন্তর্গত: কদ্রুবিনতার উপাখ্যান (দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা কদ্রু ও বিনতের বিবাহ মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে),

খ) দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন উপাখ্যান (বাসুকিকে রজ্জু রূপে এবং মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ডরূপে দেব এবং অসুরের অমৃতকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)।

- মহাপুরাণে গল্পসাহিত্যের পরিচয়:

পুরাণসংহিতায় উল্লেখযোগ্য আখ্যান সমূহ:

ক) ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কথা, দেবগণের উৎপত্তির ইতিহাস, চন্দ্র -সূর্য-মনু বংশের ইতিহাস (*ব্রহ্মপুরাণ* বা *আদিপুরাণের* অন্তর্গত)

খ) প্রহ্লাদের বিষ্ণু ভক্তির কাহিনী, পাতালখণ্ডে ধর্মীয় আখ্যান - উপাখ্যান, দুষ্মন্ত -শকুন্তলা কাহিনী, ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী (*পদ্মপুরাণের* অন্তর্গত)

গ) বিষ্ণুর দশাবতারের কাহিনী, ভরত মুনি ও হরিণ শিশুর গল্প (*বিষ্ণুপুরাণের* অন্তর্গত)

- জাতক সাহিত্যে গল্পের নিদর্শন:

ব্যাঘ্রীজাতক, শিবিজাতক, কুন্মাষপিণ্ডী জাতক, শ্রেষ্ঠীজাতক, অবিসহ্য শ্রেষ্ঠী জাতক, শশজাতক।

- অবদান সাহিত্যে গল্পের নিদর্শন:

অবদান সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হলো-

ক) *অবদানশতক* (মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা এবং শুভকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা বুদ্ধত্ব অর্জনের কাহিনী বিদ্যমান)

খ) *দিব্যাবদান* (আটত্রিশটি উপাখ্যান বর্তমান)

গ) *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পতা* (একশ আশিটি উপাখ্যান বিদ্যমান)

এই সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে দেবস্তুতির মাধ্যমে উপদেশের সঞ্চার করা হয়েছিল। তার মধ্যে চাতুর্য রসিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। সেই রসিকতাকে ব্যক্ত করা হতো কখনো চরিত্রের মাধ্যমে আবার কখনো গল্পের বিষয় বস্তুর মাধ্যমে। বৈদিক সাহিত্যের সূত্র ধরে সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গল্পসাহিত্যগুলির আবির্ভাব হয়েছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত A.B. Keith স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন-

We may safely assume that from the earliest times of the life off the Vedic Indians tales of all sorts passed current among the people..... When the didactic fables became a definite mode of inculcating useful knowledge.[2]

উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় গল্পসাহিত্যের গ্রন্থগুলি হলো নিম্নরূপ-

১। পঞ্চতন্ত্র –বিষ্ণুশর্মাবিরচিত (৩০০ খ্রিস্টপূর্ব)

২।*বৃহৎকথা* -গুণাঢ্যবিরচিত (আনুমানিক প্রথম শতক)

৩। *শ্লোকসংগ্রহ* -বুদ্ধস্বামীবিরচিত (অষ্টম-নবম শতক)

৪।*বৃহৎকথামঞ্জরী* -ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত (দশম শতক)

৫।*কথাসরিৎসাগর* -সোমদেববিরচিত (একাদশ শতক)

৬।*বেতালপঞ্চবিংশতি* -শিবদাসবিরচিত (একাদশ শতক)

৭।*শুকসপ্ততি* -চিন্তামণিভট্টবিরচিত (দ্বাদশ শতক)

৮।*বিক্রমচরিত* –ক্ষেমাঙ্করবিরচিত (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক)

৯।*হিতোপদেশ* -নারায়ণশর্মাবিরচিত (ত্রয়োদশ শতক)

১০।*পুরুষপরীক্ষা* -বিদ্যাপতিবিরচিত (চতুর্দশ শতক)

১১।*ভোজপ্রবন্ধ* -বল্লাল বা বল্লভবিরচিত (ষোড়শ শতক)

গ্রন্থ গুলিতে মনোরম গল্পের সমাবেশে জনসমাজে উপদেশ, বাণী, নীতি কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। গল্পসাহিত্য নীতিকথা মূলক হলেও তার মধ্যে হাস্যরস বিদ্যমান। উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নির্বাচিত নির্দিষ্ট কয়েকটি গল্পসাহিত্যে (*পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি,*

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, হিতোপদেশ, পুরুষপরীক্ষা, ভোজপ্রবন্ধ) হাস্যরসের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ করাই হলো গবেষণাপত্রের মূল বিষয়বস্তু।

।। দ্বিতীয় অধ্যায়।।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রানুসারে হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্ত্যে হাস্যরসের ধারা

এই অধ্যায় প্রথমে হাস্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। চেতন মানুষ সত্ত্বার সাথে হাস্যরস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীতে মানুষ একমাত্র প্রাণী যার মাধ্যমে হাস্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই বলা যেতে পারে মানুষ হাস্যময় প্রাণী। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত H. Bergson বলেছেন-

.... man as an animal which laughs.[৩]

রস প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে ভাবের স্বরূপ, ভাব প্রকারভেদভাগগুলি একত্রে মিলিত হয়ে রস সৃষ্টি করে এই বিষয়টিকে আচার্য ভরত ও আচার্য বিশ্বনাথের মতকে অবলম্বন করে বর্ণনা করা হয়েছে। কাব্যে রসের প্রয়োজনীয়তা, লৌকিক জগতের রস ও অলৌকিক জগতের রসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের তত্ত্বগ্রন্থে হাস্যরসের প্রকারভেদ সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য *নাট্যশাস্ত্র, নাট্যদর্পণ, রসার্ণব সুধাকর, সাহিত্যদর্পণ* ইত্যাদি অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো -

- অসংগতি,
- কৌতূহল,
- অনৌচিত্য

ইত্যাদি বিষয়কে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত তত্ত্ব গ্রন্থে হাস্যরসের নিদর্শন এ প্রসঙ্গে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রহসন, ভাণ, বীথী নামক রূপকের তেরোটি অঙ্গের মধ্যে প্রপঞ্চ, ছল, বাক্ কেলি, নালিকা, ব্যাহার, উৎপ্রাসন নামক নাট্যালঙ্কারের মধ্যে, পতাকা স্থানের মধ্যে হাস্যরসের সূচক পরিলক্ষিত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে হাস্যরসের নির্বাচিত কয়েকটি নাম সমীক্ষা-

- **কমেডি** (Comedy) - লঘু চপল হাস্যরসের প্রসারী, জীবনের নানা ত্রুটি, বিকৃতি, নির্বুদ্ধিতা, প্রগলভতা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কৌতুক, আনন্দোচ্ছল দীপ্তিতে **কমেডির** পরিণতি তাই **কমেডি** হাস্যমধুর ও মিলনান্ত।

- **হিউমার** (Humour) - হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ ভাগের নাম **হিউমার। হিউমারকে** বলা হয় বিশুদ্ধ করুণ হাস্যরস। হিউমার মৃদু ও অনুচ্ছ। জীবনের প্রতি সমবেদন দৃষ্টি, সকলের প্রতি উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আমোদপ্রিয় এক মিশ্রিত অনুভূতি হল **হিউমারের** বৈশিষ্ট্য।

- **উইট** (Wit) - **উইট** শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো বুদ্ধির অভিনব প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে যাকে বৈদগ্ধ্য পূর্ণ হাস্যরস বলে। এই হাস্যরস সঞ্জান, সচেতন এবং মননশীল। মানসিক আবেগ অপেক্ষা বুদ্ধির সঞ্জান অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। **উইট** বিস্মিত ও চমৎকৃত সৃষ্টি করে।

- **ফান** (Fun) - শারীরিক ভারসাম্যহীনতা ও সেই কারণে বিপর্যয় থেকে যে আনন্দের সৃষ্টি হয় তাকে **ফান** বলা হয়।

- **পুন** (Pun) – বাক্চতুরালি বা বাক্বিন্যাসের ফলে হাসির উদ্রেক হলে তাকে **পুন** বলা হয়।

- **স্যাটায়ার** (Satire) - তীব্র বাক্যবাণে অন্যকে আক্রমণ করলে যে তৃপ্তিজনক হাসির উদ্রেক হয়, তখন তাকে **স্যাটায়ার** বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বলে। অর্থাৎ যে হাসির মাধ্যমে উপহাসের জ্বালা নিদারুণভাবে জাগ্রত থাকে তাকে **স্যাটায়ার** বলে।

- **ল্যামপূণ বা প্যারোডি বা বারলেসকিউ** (Lampoon or Parody or Burlesque) - **ল্যামপূণ** হলো কুরুচিপূর্ণ কুৎসা বা ব্যক্তিগত বিদ্রূপ ব্যঙ্গের অপকৃষ্ট রূপ। এইটি এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি যাকে লালিকা বা ইংরেজি সাহিত্যে **প্যারোডি** বলা হয়। পরিচিত কোন গান বা কবিতা কিংবা নাটক উপন্যাসের সরস সমালোচনামূলক নতুন সৃষ্টিকে **প্যারোডি** বা লালিকা বলা হয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে হাস্যরসের নির্বাচিত কয়েকটি ধারা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সবশেষে প্রাচ্যের হাস্যরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মধ্যে বিচার ও বিশ্লেষণপূর্বক সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে যেমন-
- হাস্যরস **হিউমারের** অনুরূপ
- প্রপঞ্চ **পুনের** অনুরূপ
- ছল, বাক্‌কেলি, নালিকা, **উইটের** অনুরূপ
- ব্যাহার **হিউমারের** অনুরূপ
- নর্ম **উইটের** অনুরূপ
- উৎপ্রাসন **স্যাটায়ারের** অনুরূপ

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস ইংরেজি সাহিত্যের হাস্যরসের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য বর্তমান না থাকলেও উভয়ের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান আর এইখানে প্রাচ্যের হাস্যরসের সাথে প্রতীচ্যের হাস্যরসের মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল বলেছেন-

> প্রতীচ্য দেশীয় সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গের সাদৃশ্য এই নিগূঢ় সংযোগটিকেই ফুটাইয়া তুলিতে সহায়তা করে। [৪]

।।তৃতীয় অধ্যায়।।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যে এবং সংস্কৃত শব্দকোষে, ইংরেজি শব্দকোষে, ল্যাটিন, ফরাসি, ইংরেজি, ইতালি ইত্যাদি ভাষায় গল্পকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। গল্পসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যেমন - কল্পনা ও রূপকথার সংমিশ্রণে রূপকের মাধ্যমে কখনো পশুপাখি, কখনো জীবজন্তু আবার কখনো মনুষ্য চরিত্রকে অবলম্বন করে গল্পগুলি রচিত হয়েছে। কবি বা লেখক রূপকের মাধ্যমে জীবন ও সত্যের সন্ধানে সমাজের চিরন্তন নীতিকে জনসমাজে তুলে ধরেছেন। গল্পসাহিত্যের মাধ্যমে কবি বা লেখক বাস্তবের অর্থাৎ অলৌকিক জগতের রূপকে রূপকথার মোড়কে সহৃদয়ের সামনে প্রতিস্থাপন করেছেন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং হাস্যরসের বৈচিত্র্য গল্পগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মূল গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে বহু ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশ এবং প্রতিটি গল্পের আকার এবং নীতিবাক্য অতি হৃদয়গ্রাহী। প্রত্যেকটি গল্পে একটি প্রত্যক্ষ বার্তা থাকে যা আবশ্যই চিন্তনীয় ও শিক্ষণীয়। ভারত তত্ত্ববিদ S.N. Dasgupta & S. K. De গদ্য সাহিত্যের অন্তর্গত গল্পসাহিত্য সম্বন্ধে বলেছেন-

But the most unassuming, and yeah, it's the most interesting, prose literature of this period is exemplified by a small number of popular tales, which continue the simpler prose tradition of the Panchatantra, and contain racy stories of common life and folktale, denuded of high -flown romance but sublimated with myth and magic, and enforced with pithy gnomic verses of epigrammatic wit.[৫]

গল্পসাহিত্যের নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। গল্পগুলি শুধুমাত্র ন্যায়, নীতি, ত্যাগ, সততা প্রভৃতির আর্দশপ্রচারে মুখ্যভূমিকা পালন করে যা কখনও সেগুলি গল্পমাত্র কখনও বা প্রত্যক্ষ ন্যায়নীতি বা আর্দশপ্রচারের বাহন, কখনও বা সাহিত্যগুণ ও নীতিকথার সুচারু সমন্বয়ে পরিপূর্ণ। আমোদ প্রণীত নীতিশিক্ষাই হল গল্পসাহিত্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সরল ও অনাড়ম্বর নীতিমূলক গল্পসাহিত্য শুধুমাত্র শিশুমনে নয় তা কিশোর, যুবক ও প্রাপ্তবয়সের মনোজগতেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস প্রসঙ্গে বর্ণিত

হয়েছে। বাস্তব জগৎ অপেক্ষা কল্পনার জগৎ অতি প্রীতিপদ। গল্পের মধ্যে সম্ভবপর ঘটনাবলী, অসম্ভব ঘটনাবলীর উভয়ের মিশ্র সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় গল্পসাহিত্যে। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষের আশঙ্কা আর স্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি ঘটেছে রূপকথার মাধ্যমে। আসলে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই রূপকের মাধ্যমে মানুষের গল্পসাহিত্যের জয়যাত্রার ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইতিহাস রচনার সাথে সাথে হাস্যরসের শুরু হয়েছিল সুদূর প্রাচীনকালেই। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে, *বাল্মীকিরামায়ণে, বৈয়াসিকমহাভারতে,* বৌদ্ধদের অন্তর্গত জাতকগ্রন্থে, আগমগ্রন্থে, অবদানগ্রন্থে, গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস প্রসঙ্গে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

।। চতুর্থ অধ্যায়।।

গল্পসাহিত্য ও সমকালীন সমাজ

মানুষ ও সমাজের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সমাজ হলো সাহিত্যের ধারক ও বাহক। সাহিত্য হলো মানব ও সমাজজীবনের দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। জগৎ ও সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখক বা কবি সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করে থাকেন। এজন্য যে কোনো সাহিত্যের পশ্চাতে সমাজের বিশেষ ভূমিকা থাকে। বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল গল্পসাহিত্য রচিত হয়েছিল এবং তৎকালীন সময়ে সমাজের পরিস্থিতি তা যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার আগে প্রয়োজন নির্বাচিত সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ গুলির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা। সেই জন্যই এই অধ্যায়ের প্রথমে নির্বাচিত সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিভিন্ন বিষয় যেমন-

- কবি পরিচিতি
- গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য
- গ্রন্থটির আবির্ভাব কাল
- গ্রন্থটির গঠন বা অধ্যায় সংখ্যা
- গ্রন্থটির মধ্যে গল্পের সংখ্যা
- গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা

- গল্প গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ ভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গল্পগুলির মধ্যে কবি বা লেখক লৌকিক জগতের কঠিন বাস্তবকে অলৌকিক ভাবধারার মাধ্যমে সহৃদয়ের সামনে তুলে ধরেন। কবি যত অলৌকিক জগতের সৃষ্টি করুন না কেন বাস্তবের ভিত্তি ভূমিতেই কবি বা লেখককে কল্পনার জাল বুনতে হয়। আর সেই কল্পনার জালে তদানীন্তন সময়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক প্রদর্শিত করে থাকেন। সংস্কৃত সাহিত্যে নির্বাচিত গল্পসাহিত্য তদানীন্তন সমাজের যেসকল চিত্র আলোচিত হয়েছে সে বিষয়ে নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

পঞ্চতন্ত্র (৩০০ খ্রিস্টপূর্ব)

- ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য হ্রাস।
- কুষাণবংশের রাজা দ্বিতীয় কদফিসেসের উত্তর ভারতের রাজ্য বিস্তার।
- বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য লাভ।
- কুষাণ যুগের অবসান ।
- উত্তর ভারতে বিভিন্ন গণতন্ত্র গুলির প্রাধান্য লাভ (আর্জুনায়ন, মালব, যোধেয়)।
- নন্দবংশের পতন ও গুপ্তবংশের উত্থান।
- দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন রাজবংশের প্রাধান্য লাভ।
- সাহিত্যে ও সমাজে *মনুসংহিতা* ও কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রের* প্রভাব।

বেতাল পঞ্চবিংশতি (একাদশ শতক)

- দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের পতন এবং তাঞ্জরে চোলবংশের উত্থান।
- মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কলচুরি, পরমার, চাহমান, শাহী বংশের প্রাধান্য লাভ।
- বাংলায় সেনবংশের উত্থান ও পালবংশের পতন।
- শৈবধর্মের প্রভাব।

- রাজা ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* , রুয্যকের রচিত *অলংকারসর্বস্ব* , অভিনব গুপ্তের *তন্ত্রালোক*, ভাস্করাচার্যের *সিদ্ধান্ত শিরোমণি*, মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্র বেশ পরিপুষ্ট লাভ করে।

শুকসপ্ততি, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, হিতোপদেশ (দ্বাদশ শতক-ত্রয়োদশ শতকে)

- ভারতবর্ষে বহিরাগত তুর্কিজাতির আক্রমণ।
- দিল্লীর সিংহাসনে মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার।
- বাংলায় মুসলিম শাসনের আধিপত্য বিস্তার।
- সেনবংশের পতন।
- পশ্চিমবাংলায় পাঠান, সুলতান, মুঘলদের আধিপত্য বিস্তার।
- তুঘলকবংশের পতন।
- ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস।
- ভারতবর্ষের সাথে বিভিন্ন দেশ যেমন ইরান, ইউরোপ, রাশিয়া, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে পারস্য উপসাগরে অবস্থিত হরমুজ বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন।

পুরুষপরীক্ষা (চতুর্দশ শতক)

- তুঘলকবংশের পতন।
- তৈমুর লং এর ভারত আক্রমণের হিন্দুদের উপর অত্যাচার।
- দাক্ষিণাত্যে দুটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি।
- শাহবংশের উত্থান।
- বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের দৃঢ়তা স্থাপন।

ভোজপ্রবন্ধ **(ষোড়শ শতক)**

- লোদীবংশের উত্থান।
- মুঘল সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার।
- জৈন ধর্মের আধিপত্য।

।।পঞ্চম অধ্যায়।।

নির্বাচিত গল্পসাহিত্যে হাস্যরসের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ

- *পঞ্চতন্ত্রে* হাস্যরস

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে *পঞ্চতন্ত্রের* নাম উল্লেখযোগ্য । মহিলারোপ্যনগরের রাজা অমরশক্তি মূর্খ পুত্রদের নীতিশিক্ষা দানের নিমিত্ত পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা *পঞ্চতন্ত্রের* রচনা করেন। সেই যুগের কোন না কোন সামাজিক অস্থিরতাকে ছোট ছোটগল্পের মাধ্যমে কবি বিষ্ণুশর্মা জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলির মধ্যে সহৃদয় পাঠকেরা উপভোগ করে তরল হাস্যরস, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপদেশ। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা তথাকথিত অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসকে সেই ভাবে ব্যাখ্যা না করে আপন মুন্সিয়ানা সহযোগে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ উপদেশের মাধ্যমে তরল হাস্যরসকে প্রস্ফুটিত করেছেন। উদাহরণ-

কাকোলূকীয় অংশে মেঘবর্মণ নামক কাক ও অরিমর্দন নামক পেঁচার মধ্যে চিরশত্রুতা বর্তমান। কাক ও পেঁচা এই দুই প্রকার প্রজাতির মধ্যে একে অপরকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি বর্তমান। পেচকরাজ কাকেদের দেখতে পেলেই মেরে ফেলত। মেঘবর্মণ নামক কাকেদের রাজা তার পাঁচ মন্ত্রীকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে অহিংসা ও হিংসার কথা তুলে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে চড়ুই ,খরগোশ ও বিড়ালের গল্প বলতে শুরু করল। কপিঞ্জল নামক চড়ুই ও শীঘ্রগ নামক খরগোশের মধ্যে বাসস্থান নিয়ে ঝগড়ার উদ্রেক হলে সুবিচারের জন্য তারা বিদ্বান ব্যক্তি সন্নিকটে শরণাপন্ন হলেন। যাঁর শরণাপন্ন হলেন তিনি হলেন তীক্ষ্ণদ্রংষ্ট নামক এক ভণ্ডতপস্বী বনবিড়াল। চড়ুই ও খরগোশের ঝগড়ার কথা শুনে নদীর তীরে গিয়ে বনবিড়াল ভণ্ডতপস্বীর ভান করে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং এই ভণ্ডতপস্বী তাদেরকে অহিংসার শিক্ষা প্রসঙ্গে

বলেন, ধর্মের সংক্ষিপ্তসার হলো ধর্মের প্রতি প্রতিকূল আচরণ না করা, নিজের প্রতি অপরের প্রতি। হিংসা হল নরকের রাস্তা। অহিংসা পরম ধর্ম-

অহিংসৈব ধর্মমার্গঃ।[৬]

পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা অহিংসার বার্তা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গ্য করে বলেছেন - অহিংসা হলো ধর্ম। হিংস্র জন্তু কে যিনি হত্যা করে তিনিও নরকগামী হন, আর যে নিরীহ জীবজন্তু তথা ছারপোকা, উকুন, ডাশমশা ইত্যাদিকে হত্যা করবে তার কি হবে? সমাজে জাতিগত বিরোধ এবং সেই সুযোগে ভণ্ড, অসৎ ব্যক্তির স্বার্থচরিতার্থ করার যে প্রবণতা তা উপরিউক্ত গল্পের মাধ্যমে কবি উপস্থাপন করেছেন। সমাজের যে চিত্র তার প্রতি কটাক্ষ করে যে বার্তা প্রেরণ করেছেন তাতে **স্যাটায়ার** নামক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার উদাহরণ হিসাবে G. Chaucer বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত G. Chaucer *The Canterbury Tales* মধ্যযুগীয় ইংরেজি সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য এটিতে মোট চব্বিশটি গল্পের সঙ্কলন রয়েছে। সাউথওয়ার্ক থেকে ক্যান্টারবেরি ক্যাথেড্রালে অবস্থিত সেন্ট থমাস বেকেটের সমাধির উদ্দেশ্যে গমনকারী তীর্থযাত্রীদের গল্প বলার প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে গল্পগুলো (অধিকাংশই পদ্য, যদিও কিছু কিছু গদ্যও রয়েছে) বর্ণিত হয়েছে। প্রতিযোগীদের পুরস্কার ছিল ফেরার পথে সাউথওয়ারর্কের টাবার্ড সরাইখানায় একবেলা বিনা পয়সার খাবার। তিনি তার গল্প এবং গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে সমসাময়িক ইংরেজদের সমাজের বিশেষ করে ব্রিটিশ চার্চের বিদ্রূপাত্মক ও সমালোচনামূলক চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগীয় ইংরেজি সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলি নির্দেশ করার জন্য হাস্যরস ব্যবহার করে সাংস্কৃতিক নিয়মগুলিকে ব্যঙ্গ করে। উদাহরণস্বরূপ, সন্ন্যাসীকে "অত্যন্ত সূক্ষ্ম" বলে তার অতিরঞ্জিত প্রশংসা সন্ন্যাসীর ঘোড়া, গ্রেহাউন্ড এবং শিকারের গিয়ারের দীর্ঘ বর্ণনার দেওয়া হয়েছে। ধর্মের চেয়ে শিকারের জন্য বেশি যত্নশীল একজন মানুষকে সূক্ষ্ম সন্ন্যাসী বলার মূর্খতা ব্যঙ্গের প্রতীকী সূচিত করে **স্যাটায়ারের** সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *নববাবুবিলাস, দুটি বিলাসী, কলিকাতা কমলালয়* ইত্যাদি রচনা হাস্যরসাত্মক যুক্ত। এই সমস্ত রচনা গুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের অন্তর জীবনের নানা ক্লেদ কিন্ন রূপ ব্যভিচার, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নানা কুকীর্তি এবং তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ের নানা কদাচারকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। এর মাধ্যমে **স্যাটায়ার**ধর্মী

হাস্যরসের প্রতিফলন ঘটেছে। *পঞ্চতন্ত্রের* ন্যায় তৎপরবর্তী নির্বাচিত গল্পসাহিত্যে যেসব গল্পের মধ্যে হাস্যরস আলোচিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি একটি করে উদাহরণ প্রদত্ত হলো।

বেতালপঞ্চবিংশতিতে অষ্টমকথাতে হাস্যরস উল্লেখনীয়। শোভাবতী নগরে বসবাসকারী শুদ্ধপটের দুহিতা মদনসুন্দরী গৌরী দেবীর আরাধনা করতেন। ধবল নামক রাজকুমার মদনসুন্দরীকে দেখে কামপীড়িতবশত বিবাহ করতে ইচ্ছুক হলেন। শুদ্ধপট জানান গৌরী দেবী যার প্রতি প্রসন্ন হবে সেই ব্যক্তি তার পুত্রীর পতি হবেন। শোভাবতী নগরের রাজকুমার দেবীকে প্রসন্ন করার নিমিত্তে নিজের শিরশ্ছেদ করবেন মনস্থির করলেন এবং গৌরী দেবী তাতে প্রসন্ন হলেন। মদনসুন্দরীর সাথে ধবল রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হলো। এরূপ বিধি সম্পন্ন হলে ধর্মবান ধবল গৌরী মণ্ডপে গিয়ে দেবীর খরগের দ্বারা শিরশ্ছেদ করলেন এবং শুদ্ধ পটের পুত্র শ্বেতপট ভগিনীপতির এরূপ অবস্থা দেখে নিজেও শিরশ্ছেদ করলেন। তখন মদনসুন্দরী ভ্রাতা ও পতির শিরশ্ছেদ দেখে দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন। দেবী প্রসন্ন চিত্তে তাদের স্কন্ধে স্থাপনের আদেশ দিলেন। ভ্রমবশত মদন সুন্দরী ভ্রাতার স্কন্ধে পতির শির এবং পতির স্কন্ধে ভ্রাতার শির স্থাপন করলেন-

ততস্তয়া সংভ্রমেণ পতিস্কন্ধে ভ্রাতুঃ শিরো ভ্রাতুঃ স্কন্ধে পতিশিরো নিযুজ্য দেবীবরপ্রসাদেন জীবয়িতৌ ।[৭]

এখানে ধবল ও শ্বেতপট হলো আলম্বনবিভাব, গৌরী দেবী প্রসন্নতার ফলে ভ্রমবশত পতির স্কন্ধে ভ্রাতার শির এবং ভ্রাতার স্কন্ধে পতির শির স্থাপন বিষয়ক ব্যাপার হলো উদ্দীপনবিভাগ। বিকলাঙ্গ দর্শন হেতু এখানে বিভাব সৃষ্টি হয়েছে। মদনসুন্দরীর ব্যাকুলিভূত অবস্থা হলো অনুভাব। শারীরিক অসঙ্গতি ও তদ্রূপ কারণেই বিপর্যয় হেতু এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। শারীরিক অসঙ্গতি হেতু যে ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্যে **ফান** শ্রেণীর হাস্যরসের অনুরূপ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে সাহিত্যিক L. Carroll বিরচিত *Alice's Adventures in Wonderland* উপন্যাসটি **ফানের** উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই উপন্যাসে চেয়াশার নামক বিড়ালটি এলিসকে দেখে হেসেছিল। বিড়ালটি দেখতে ভাল প্রকৃতির ছিল এবং তার লম্বা নখ ও অনেকগুলি দাঁত ছিল। ক্যারল চেয়াশা নামক বিড়ালটি এলিসকে দেখে হাসার মাধ্যমে এক অদ্ভুত এবং অতিরঞ্জিত

চরিত্রের মাধ্যমে ফানের সৃষ্টি করেছেন। বিড়ালের হাসার মাধ্যমে শারীরিক অসঙ্গতির দ্বারা কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছে তা পকৃতপক্ষে **ফানের** অনুরূপ।

*বিক্রমাঙ্কচরিত বা সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা*তে হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজাবিক্রমাদিত্য রাজধানীতে ফিরে নিজের যাবতীয় কর্ম সমাপ্ত করে বিশ্রাম করতে গেলেন। বিশ্রাম কালীন অবস্থায় রাজা বিক্রমাদিত্য বৃষের পিঠে চরেছেন এরূপ স্বপ্ন দেখলেন। তিনি এই স্বপ্ন দেখে ভীত হলেন এবং কুলোপুরহিতদেরকে তাঁর স্বপ্নের কথা জানালেন। কুলোপুরোহিতরা বিক্রমাদিত্যকে জানালেন স্বপ্ন দুই প্রকার এক শুভ স্বপ্ন অন্যটি অশুভ স্বপ্ন। হাতির পিঠে চড়া, ক্রন্দন,শাঁখ, মৃত্যু, বামন, সোনা, নদী ইত্যাদি স্বপ্নে দেখলে তা সৌভাগ্যের কারণ হয় এবং এগুলি শুভ স্বপ্ন। অন্যদিকে গাধা, মহিষ, শুকর, বাঁদর, কাটা গাছ, ভস্ম ইত্যাদি স্বপ্নে দর্শন করলে তা অশুভ সঙ্কেত। রাজা বিক্রমাদিত্য স্বপ্নে মহিষকে দর্শন করেছেন এবং কুলোপুরোহিতদের মতানুযায়ী তা রাজার পক্ষে অশুভ সঙ্কেতের সূচক। রাজা বিক্রমাদিত্য কুলো পুরোহিতদের কাছ থেকে স্বপ্নের প্রতিবিধান জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁরা জানালেন পূজা এবং তার সাথে পুরোহিতদের নতুন বস্ত্র, অলঙ্কার, গাভী, ধান সহ দশরকম দ্রব্য প্রদান, অসহায়, অনাথ, বৃদ্ধ, দীন ও দুখী ব্যক্তিদের উপহার প্রদানের মাধ্যমে স্বপ্নের অশুভ দোষের প্রতিকার সম্ভব। পুরোহিতদের কথামত রাজা বিক্রমাদিত্য তাই করলেন। আপাতদৃষ্টিতে কবি রাজা বিক্রমাদিত্যের দানশীলতা ও মহানুভবতার কথা গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু তিনি রাজার গুণের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেননি,তার সাথে তিনি তৎকালীন সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিকটি এবং লোভাতুর কুলোপুরোহিতদের চরিত্রকে উদ্ঘাটন করে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি জ্ঞাপন করেছেন। কুসংস্কারচ্ছন্ন রাজার দুর্বলতার সুযোগে পুরোহিতের নিজের স্বার্থ চরিতার্থকে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপহাস করে **স্যাটায়ারধর্মী** হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

*শুকসপ্ততি*র প্রথমগল্পে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রাবতী শহরের রাজা ভীম সেনের রাজত্বকালে এক বণিকের পুত্র বসবাস করতেন। বণিক পুত্রের নাম সুজন। অতিশয় রূপ থাকার জন্য তাঁকে মোহন বলা হতো। সুধন ওই শহরের বাসিন্দা হরি দত্তের রূপ যৌবন সম্পূর্ণা স্ত্রীর লক্ষ্মীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। লক্ষ্মীর স্বামী শহরের বাইরে গেলে নিজের মনোবাসনা পূরণের জন্য লক্ষ্মীকে রাজি করানোর নিমিত্ত অর্থের বিনিময়ে পূর্ণা নামে কুটনি মাসির সাহায্য নিয়ে

লক্ষ্মীকে রাজি করানো হয়। লক্ষ্মী পূর্ণা মাসির কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সেগুলি সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এমনটাই অঙ্গীকার করেছিল। লক্ষ্মী এও বলেছিল যে ভদ্রলোকের অঙ্গীকার এমন হওয়াই উচিত, যে তার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন। সুজন ভদ্রলোকেরা অঙ্গীকার রক্ষা করে থাকেন বলেই তো মহাদেব তাঁর কণ্ঠে বিষ,কূর্মরূপী বিষ্ণু পৃথিবী কে, সমুদ্র দুঃসহ বাড়বাগ্নির দহন এখনো সহ্য করে চলেছে-

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং,কূর্মো বিভ্রান্তি ধরণীং খলু চাত্মপৃষ্ঠে। অম্ভোনির্ধিবহতি দুঃসহবাড়বাগ্নিমঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি।।[৮]

পূর্ণা (কুটনি মাসি) লক্ষ্মীকে পর পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যথাযথ স্থানে নিয়ে এলো। সুধন কাজের কারণে যথা নির্ধারিত স্থানে হাজির হতে পারেননি। লক্ষ্মীর উদ্যোত কাম তাড়নার নিরসনের জন্য পূর্ণা লক্ষ্মীর স্বামীকে(হরিদত্তকে) রমণার্থী হিসাবে হাজির করে। এই গল্পে রূপ যৌবন সম্পূর্ণাহরি দত্তের স্ত্রী লক্ষ্মী হলো আলম্বনবিভাব, কুহক বা অসৎ প্রলাপের দ্বারা লক্ষ্মীকে সুধনের (শেঠের পুত্র) সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উপযুক্ত স্থান হলো উদ্দীপনবিভাব। উপযুক্ত সময়ে সুধনের যথাযথ স্থানে অনুপস্থিতির কারণে লক্ষ্মীর কামের জন্য উৎসুক্য অবস্থা হলো অনুভাব। লক্ষ্মীর কামতাড়নার নিমিত্ত পূর্ণা মোহবশত লক্ষ্মীর স্বামীকে রমনার্থী হিসেবে হাজির করা রূপ ব্যাপার হলো ব্যভিচারীভাব। কবি উপরিউক্ত গল্পের মাধ্যমে তথাকথিত সমাজে নারীদের তাড়নাপীড়িত যে নগ্নচিত্র তিনি ব্যঙ্গের মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন, তার দায় শুধুমাত্র নারীরাই নয় পুরুষেরাও সমানভাবে দায়ী। কবি নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের কেউ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপহাস করে **স্যাটায়ারধর্মী** হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে স্যাটায়ারের উদাহরণ হিসেবে A. Huxleyর *Brave New World* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাসে, তিনি বেশিরভাগ সামাজিক সম্মেলন এবং প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করেছেন। যেগুলোকে পবিত্র বলে মনে করা হয় এবং যেগুলি পশ্চিমা সমাজের কাছে প্রিয়। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ম, একবিবাহ, সামাজিক সাম্য এবং সন্তান জন্মদানের আশীর্বাদ। উপন্যাসে, এই কনভেনশন এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমনভাবে উল্টে দেওয়া হয়েছে যে চরিত্রগুলি মাদক সংস্কৃতি, সামাজিক শ্রেণী বিচ্ছিন্নতা, নৈমিত্তিক যৌনতা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণকে আলিঙ্গন করে, তিনি সমসাময়িক সমাজের স্বেচ্ছাচারী এবং প্রায়শই কপট নৈতিক কাঠামোকে ব্যঙ্গ করেছেন।

হিতোপদেশের মিত্রলাভ অংশে *অজ্ঞাতকুলশীলমৃগজম্বুককথাতে* হাস্যরসের নিদর্শন রয়েছে। মগধদেশে চম্পকবতী নামে একটি বনে চিত্রাঙ্গ নামে একটি হরিণ এবং সুবুদ্ধি নামে একটি কাক বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করত। চিত্রাঙ্গ হরিণ হৃষ্টপুষ্ট হলে তাকে দেখে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে একটি শৃগালের লোভের সৃষ্টি হয়। দুর্বুদ্ধিবশত ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে কাকটি চিত্রাঙ্গ নামক হরিণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে একসাথে বসবাস করতে আরম্ভ করল। সুবুদ্ধি নামক কাকটি তৃতীয় জনকে দেখে চিত্রাঙ্গ নামক হরিণ বন্ধুকে তার হিতার্থে অভয় বাণী বলেছিল। চিত্রাঙ্গ নামক হরিণকে সুবুদ্ধি নামক কাক বলেছিল -

অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো ন দেয়ো ন কস্যচিত্[৯]

অর্থাৎ বংশ পরিচয় এবং চরিত্র না জানা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নয়। এই গল্পে হরিণ ও শৃগাল হলো আলম্বনবিভাব, হৃষ্টপুষ্ট হরিণকে দেখে লোভাতুর শৃগালের অসৎ বাক্য প্রয়োগ করে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক পরস্পর একই স্থানে বসবাস হলো উদ্দীপনবিভাব। চিত্রাঙ্গ হরিণকে পাবার নিমিত্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামক শৃগালের তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তার প্রতি বিশ্বাসভাজন হওয়া হলো অনুভাব। সুবুদ্ধি নামক কাকের কথোপকথনের মাধ্যমে হরিণের চরিত্রে অজ্ঞাতকুলশীল চরিত্রে আস্থা স্থাপন রূপ প্রবৃত্তি জাগরণ হলো ব্যভিচারীভাব। চিত্রাঙ্গ হরিণ ও সুবুদ্ধি কাকের মধ্যে বন্ধুত্বটা থাকলে ও সেই বন্ধুত্বতাকে নষ্টের জন্য তৎপর ক্ষুদ্র বুদ্ধি নামক লোভী শৃগালের অসৎ প্রলাপের মাধ্যমে যে বুদ্ধিদীপ্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে সুবুদ্ধি নামক কাকের বন্ধুর হিতার্থে বুদ্ধিদৃপ্ত অভয় বাণী তা **উইট** নামক হাস্যরসের অনুরূপ। সুবুদ্ধি নামক কাক চিত্রাঙ্গ হরিণকে অভয়বাণী দান করেছিল তা সত্যিই যুগোপযোগী। পাশ্চাত্ত্যের লেখক Pope Canto-I, *The Rape of the Lock* **তিনি** এখানে প্রচুর চিত্তাকর্ষক এবং বুদ্ধির উদাহরণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, আলেকজান্ডার পোপ তার বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজকে আক্রমণ করেছেন । এটি একটি মজার ব্যঙ্গ যা অলসতা, মূর্খতা, তুচ্ছতা, অগভীরতা, কপটতা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাত মহিলাদের অসারতাকে উপহাস করেছেন।

বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি *পুরুষপরীক্ষাতে* যথার্থ পুরুষের আচরণবিধি প্রসঙ্গে বিভিন্ন গল্পের অবতারণা করেছেন। এই গল্প গুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প হাস্যরসের নিদর্শন লক্ষিত হয়। *অথবর্ব্বরকথাতে* হাস্যরসের উপস্থিতি উল্লেখনীয়। এই গল্পে কৌশাম্বীনগরে দেবধর গণকের পুত্র

শান্তিধর জ্ঞানশূন্য এবং স্বভাবে বর্ব্বর প্রকৃতির ছিলেন। বর্ব্বর ব্যক্তি প্রকৃতি বিষয়ে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে-পিতা সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রদেরকে যথাসর্বস্ব দিতে পারেন কিন্তু ভাগ্য ও বুদ্ধি দিতে পারেন না। কারণ ভাগ্য ও বুদ্ধি এই দুটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। শান্তিধরের পিতা পুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করে তোলার জন্য উদগ্রীব হলেন। বহুকষ্টে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করালেন। শান্তিধর শাস্ত্রাভ্যাস করলেও তার প্রকৃত পদার্থবোধ বা তত্ত্ববোধের জ্ঞান জন্মালো না। কারণ শাস্ত্রজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো চরিত্রের বোধশক্তির বিকাশ। দেবধর তাঁর শাস্ত্রজ্ঞ পুত্রকে রাজার সমীপে কৃতকার্য করার নিমিত্তে উপস্থিত করালেন। রাজা তাঁর (শান্তিধর) শাস্ত্রাভ্যাসের যথাযথ জ্ঞানার্জন হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার নিমিত্ত স্বর্ণাঙ্গুলী মুষ্টি মধ্যে কি আছে তা জানতে চাইলেন। জ্যোতিশাস্ত্রজ্ঞ শান্তিধর খড়ির দ্বারা গণনা করে প্রথমে ধাতু, দ্বিতীয়বার চক্রাকার ও তৃতীয়বার ভারী দ্রব্য আছে একথা বললেন। প্রত্যুত্তরে রাজা তার প্রশংসা করলেন। চতুর্থবার রাজা বিশেষ রূপে কোন দ্রব্য মুষ্টির মধ্যে আছে সেটি শান্তিধরের কাছে জানতে চাইলেন। শান্তিধর গণনা ছেড়ে নিজেও বুদ্ধিবলে পাথরের মত কিছু আছে এরূপ রাজাকে উত্তর করলেন। এতে রাজা সহাস্যের সঙ্গে শান্তিধরের পিতা দেবধরকে বললেন যে তাঁর পুত্র শাস্ত্রাভ্যাস করলেও যথাযথ শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেনি। বুদ্ধিহীন ও প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তিরা বারংবার শাস্ত্র অভ্যাস করলেও প্রকৃত পণ্ডিত হতে পারে না, প্রকৃত পাণ্ডিত্যের জন্য চাই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। কবি এই গল্পের মধ্যে নির্বোধ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শান্তিধর নামক চরিত্রের মাধ্যমে যে গল্পের অবতারণা করেছেন, তারমধ্যে কৌতুক হাস্যরস বিদ্যমান। রাজা শান্তিধরের প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করলেন । তার পাণ্ডিত্যের কথা বলতে গিয়ে রাজা শান্তিধরের পিতাকে কথাগুলি বলেছিলেন তা যথার্থই বিদ্রূপাত্মক। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি হলো পাণ্ডিত্যের প্রধান উপাদান যা মানুষের জন্মগত উপাদান। বারংবার শাস্ত্র অভ্যাসের দ্বারা তা সম্ভব নয় এই সহজ সত্যটাকে জনসমক্ষে পরিস্ফূট করার নিমিত্ত সচেতন ও মননশীল গল্পের অবতারণা করেছেন এবং এই জাতীয় গল্পের মধ্যে বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরস বিদ্যমান, যা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের **উইটের** (Wit) অনুরূপ। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক H. Lee সরল অল্প বয়সী বালিকার জবানীতে *To kill a Mockingbird* উপন্যাসটি বর্ণনা করেছেন। স্কাউটের পিতা এটিকাস, যিনি মেকম্বে ওকালতি করেন। জনাব এটিকাস ছিলেন বিপত্নীক, ছেলে জেম আর কন্যা স্কাউটকে নিয়ে তিনি বাস করেন মেকম্ব শহরে, স্কাউটের বর্ণনায় এটি যেন ঝিম ধরা এক শহর। এখানকার অধিবাসীদের মাঝে কৃষ্ণাঙ্গের সংখ্যাই বেশি। তবে শ্বেতাঙ্গরা

কৃষ্ণাঙ্গদের সর্বদা অবহেলার চোখে দেখে এবং আদালতে তারা সুবিচার পর্যন্ত পেত না। আইন সর্বদাই যেন এখানে শ্বেতাঙ্গের পক্ষে । মেকস্ব আদতে একটি উপনিবেশ বলা চলে, নানা অঞ্চল হতে শ্বেতাঙ্গরা মানুষেরা এখানে বসতি গড়ে, গড়ে তোলে ব্যবসাকেন্দ্র আর আস্তে আস্তে শহরের পত্তন হয়। কৃষ্ণাঙ্গরা মূলত কর্মের খাতিরেই এখানে এসেছিল পরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কবি স্কাউটের চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে হাসির সৃষ্টি করেছেন। কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনের প্রতি সমবেদন দৃষ্টি, সকলের প্রতি উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আমোদপ্রিয় এক মিশ্র অনুভূতির মাধ্যমে **হিউমারের** সৃষ্টি করেছেন।

ভোজপ্রবন্ধের প্রথমগল্পে হাস্যরসের নিদর্শন বর্তমান। *বিপ্রভোজসংবাদে* রাজা মুঞ্জ তপোবনে গমন করলে বুদ্ধি সাগরকে মন্ত্রী করে রাজা ভোজ রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন। একদিন রাজা ভোজ উদ্যানে যাবার সময় ধারা নগরবাসীর বিপ্র রাজাকে দেখে কোনরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ না করে চোখ বন্ধ করে নিলেন। রাজা ভোজের নিকট থেকে চোখ বন্ধের কারণ জানতে চাইলে রাজাকে বিক্রয় জানান-রাজা ভোজ বৈষ্ণব সেহেতু তিনি কোন ক্ষতি করবেন না, সেই দিক দিয়ে বিশ্বের কোন ভয় নেই। বিপ্র রাজাকে এও জানালেন যে, রাজা ভোজ কাউকে কোনদিন কিছু দান করেন না তাই তিনি কৃপণ ব্যক্তি। রাজা ভোজের ন্যায় কৃপণ ব্যক্তির মুখ সকালবেলায় দর্শন করা উচিত নয়। কারণ শাস্ত্রে কথিত আছে প্রয়োগ বিদ্যাহীনের বিদ্যার্জন, কৃপণের ধনার্জন, ভীরুজনের বাহুবল, এই তিনটি পৃথিবীতে বিফল। বিপ্র রাজাকে জানান যে কৃপণ রাজা এবং সেই রাজার আশ্রিত জন মহাপাতক রূপে চিহ্নিত হন। যে ব্যক্তি দাতা নয় সেই ব্যক্তির মধ্যে কোনরূপ উদারতা পরিলক্ষিত হয় না। পৃথিবীতে কেউ দীর্ঘায়ু অধিকারী নন। এই নশ্বর শরীর কেবলমাত্র যশের দ্বারাই অবিনশ্বর হয়ে থাকে। রাজা ভোজ বিপ্রের এই রূপ কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাকে লক্ষমুদ্রা দান করলেন এবং বললেন-

সুলভা পুরুষা লোকে সততং প্রিয়বাদিনঃ।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।।[১০]

অর্থাৎ জগতে সর্বদা প্রিয়বাদী জন সুলভ কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর তথ্যের বক্তা ও শ্রোতার জগতে দুর্লভ। রাজাভোজ বিপ্রের কথোপকথনের মধ্যে তথাকথিত কৃপণ, মহাপাতক, যশই অবিনশ্বর দেহের একমাত্র উপায়, সত্য কথার বক্তা ও শ্রোতার পৃথিবীতে দুর্লভ ইত্যাদি শাশ্বত

সত্যের বিষয়গুলির উদঘাটন করা হয়েছে। রাজার প্রতি বিপ্রের উক্তির মাধ্যমে লঘু ও সরস হাস্যরসের প্রতিফলন লক্ষিত হয়েছে। যেখানে রাজাভোজের উদ্দেশ্যে বিপ্র বলেছেন- রাজাভোজ বৈষ্ণব, রাজাকে সত্য কথা বললেও রাজা বিপ্রের কোন ক্ষতি করবেন না, সেই দিক দিয়ে বিপ্রের কোন ভয় নেই। বিপ্রের এই উক্তির মাধ্যমে বুদ্ধির চাতুর্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে তাহলো **উইটের** অনুরূপ। এই উক্তির মাধ্যমে তথাকথিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আসক্ত সাধারণ মানুষের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

।।উপসংহার।।

অভিধানগত ভাবে সহিতের ভাব বা মিলন অর্থে সাহিত্য শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। সাহিত্য বলতে সাধারণভাবে কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদিকে বোঝায়। কবির সৃজন শিল্পের মধ্যে দিয়ে এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের সংযোগকে সাহিত্য বলা হয়। সাহিত্য সর্বকালের সত্যকে প্রকাশিত করে। সেখানেই কবি, শিল্পী বা লেখকের অপরূপ শিল্পকলায় সমকালীনতাকে অতিক্রম করে সাহিত্য হয়ে ওঠে সর্বকালীন ও সার্বজনীন। সাহিত্যকর্ম একক ব্যক্তিনির্ভর হয়েও সর্বসাধারণের মধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করে। সাহিত্য শুধুমাত্র সহৃদয় ব্যক্তির মধ্যে আনন্দ প্রদানের পাশাপাশি মানবজাতীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে থাকে। নীতিমূলক গল্পসাহিত্যের উৎস বৈদিক যুগ থেকে শুরু হলেও সেই সমস্ত গল্পের মধ্যে দার্শনিক মনোভাব, ধর্মীয় চিন্তন, তত্ত্বকথা যুক্ত বলে জনসাধারণ ও শিশুমনে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে নীতিমূলক গল্পসাহিত্য। রূপকের মাধ্যমে কৌতুক ও সরস রচনারীতির সান্নিধ্যে নীতি মূলক উপদেশ মূলক গল্পের উপস্থাপন করার কারণে সেই সমস্ত গল্পসাহিত্য গুলি জনসাধারণের কাছে অধিক মাত্রায় সমাদৃত হয়েছে আর এখানে নীতিমূলক গল্প সাহিত্যের পরিধি, ব্যাপকতা ও সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে স্রষ্টা ও দর্শক অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন করতে পারে একমাত্র সাহিত্য। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত

Tolstoy এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

Every art cause those to whom the artist's feeling is translated to unite in soul with the artist and also with all receive the same impression.[১১]

রসবোধের অন্যতম প্রধান কারণ, রস হিসাবে হাস্যরসের তাৎপর্য, সাহিত্যিক আনন্দদানের পাশাপাশি হাস্যরস মনস্তাত্ত্বিক কল্যাণ ও শারীর বৃত্তীয় কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক জীবনে হাস্যরসের ভূমিকা অপরিসীম সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে যেমন-

- বাহ্য ত্রুটি সংশোধনের প্রচেষ্টা রূপে
- সমকালীন মানবের রুচি, চিন্তাধারা, ভাবের অগ্রগতি সূচক রূপে
- সভ্যতার স্থিতি, বৃদ্ধি ও অবনতি সূচক রূপে
- ব্যক্তিসত্তার সচেতনতা বৃদ্ধিতে
- সামাজিক জীবনে মানুষের অযোগ্যতাকে জনসমক্ষে উন্মোচিত করতে
- সর্বোপরি সমাজসংস্কারক রূপে

হাস্যরস অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। সংস্কৃত নীতিমূলক গল্পসাহিত্যের মধ্যে হাস্যরসের ব্যাপকতা শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে ।

অন্তটীকা

১। বিমানচন্দ্র. ভট্টাচার্য্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা,* পৃষ্ঠা-১৫

২ । A. A. Macdonell, *A History of Sanskrit Literature*, page-312

৩। H. Begarson, *Laughter an Essay on the Meaning of the comic*, page-4

৪। দিলীপকুমার. কাঞ্জিলাল, *সংস্কৃত সাহিত্য হাস্যরস*, পৃষ্ঠা-১৩১

৫। S. N. Dasgupta & S. K. De, *A History of Sanskrit Literature*, vol. 1, page-419

৬। *পঞ্চতন্ত্র*

৭। *বেতালপঞ্চবিংশতি*

৮। *শুকসপ্ততি*, পৃষ্ঠা-৭৩

৯। *হিতোপদেশ*, পৃষ্ঠা-৬৪

১০। *ভোজপ্রবন্ধ*, শ্লোক সংখ্যা-৪৭, পৃষ্ঠা-২৪

১১। *what is Art*, page -163

।।পরিশীলিত গ্রন্থসূচী।।

আকর গ্রন্থসমূহ:

পঞ্চতন্ত্র (বিষ্ণুশর্মাপ্রণীত), (সম্পা.) এম.আর.কালে, দিল্লী: এম. এল. বি. ডি. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।

-.-.-., (সম্পা.) জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬।

পুরুষপরীক্ষা (বিদ্যাপতিপ্রণীত), বাংলা ভাষায় অনূদিত, শ্রীরাধা ডে এণ্ড কোম্পানি।

বেতালপঞ্চবিংশতি (জম্ভলদত্তকৃত), (সম্পা.) এন. এস. গোরে, পুণে: জে.এস.মোটর প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৫২।

ভোজপ্রবন্ধ (শ্রীবল্লালকবিবিরচিত), বিদ্যোতিনী সংস্কৃত হিন্দী টীকাসহিত, (সম্পা.) দেবর্ষি সনাঢ্যশাস্ত্রী, বারাণসী: চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন, ১৯৭৯।

শুকসপ্ততি (চিন্তামণিভট্টবিরচিত), নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দিল্লী: এম. এল. বি. ডি. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৯৬ (প্রথম সংস্করণ)।

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা (ক্ষেমাঙ্করবিরচিত), (সম্পা.) সনৎ ভট্টাচার্য, কলকাতা: মিতা বুকস্, ২০১৪।

হিতোপদেশ (নারায়ণশর্মাবিরচিত), (সম্পা.) সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (চতুর্থ সংস্করণ)।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহ:

ঔচিত্যবিচারচর্চা (ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত), (সম্পা.) ব্রজমোহন ঝা, বারাণসী: ১৯৯২-চতুর্থ সংস্করণ।

নাটকচন্দ্রিকা (রূপগোস্বামীপ্রণীতা), (সম্পা.) প্রকাশ হিন্দি ব্যাখ্যা সহিত, (সম্পা.) বাবুলাল শুক্লা, বরোদা: চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, ১৯৬৪।

নাটকলক্ষণরত্নকোষ (সাগরনন্দীকৃত), (সম্পা.) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৪(বঙ্গাব্দ)।

নাট্যদর্পণ (রামচন্দ্রগুণচন্দ্রবিরচিত), হিন্দী ব্যাখ্যা যুক্ত, (সম্পা.) ডা. নগেন্দ্র, দিল্লী: হিন্দী বিভাগ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

নাট্যশাস্ত্র (আচার্যভরতমুনিকৃত) (সম্পা.) আর. এস. নাগর, দিল্লী: পরিমল পাবলিকেশন, ২০০৩।

-.-.-) (সম্পা.) এম. আর. কালে, অভিনব গুপ্তের টীকাসহ, বরোদা: গাইকোয়াড় ওরিয়ান্টাল সিরিজ নং৩৬, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৯২৬।

বক্রোক্তিজীবিত (কুন্তকপ্রণীত) স্বোপজ্ঞবৃতত্তি সহিত, (সম্পা.) সুশীল কুমার দে, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): ফার্মা. কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১।

ব্যক্তিবিবেক (মহিমভট্টকৃত), (সম্পা.) রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫।

রসগঙ্গাধর (পণ্ডিতরাজজগন্নাথকৃত) (সম্পা.) চিন্ময়ী ভট্টাচার্য, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২।

-.-.-. (সম্পা.) সন্ধ্যা ভাদুড়ী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯৮ (সংশোধিত সংস্করণ।

সাহিত্যদর্পণ (বিশ্বনাথকবিরাজকৃত) (সম্পা.) হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাসকৃত *কুসুমপ্রতিমা* টীকা যুক্ত, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, ১৯৭৫ (পঞ্চম সংস্করণ)।

-.-.-, বঙ্গানুবাদ তথা শ্রী রামচন্দ্র তর্কবাগীশকৃত টীকাসহ, (সম্পা.) বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

হিন্দী নাট্যদর্পণ (শ্রী রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-বিরচিত) হিন্দী ব্যাখ্যা সহিত, (সম্পা.) ডা. নগেন্দ্র, দিল্লী: হিন্দী বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহঃ

Abrams, A. H. *A Glossary of Literary Terms*, Delhi: Macmillan, 2006, pp-159.

Albert, E. *A History of English Literature*, London: George G. HARRAP & CO. PTD, 1923, pp-620.

Apte, V. S. *The practice Sanskrit English Dictionary*, Delhi: Motilal Banarsidas Private Limited, 1965.

Bergson, H. *Laughter An Essay on the Meaning of the Comic*, Translated by Cloudlessly Brereton & Fred Rothwell, London: The Macmillan Company, 1914.

Butcher, S. H. *Aristotle's theory of poetry and Fine Arts with a Critical Text and Translations of The Poetics*, London: Macmillan and CO. Limited, 1932, pp-224.

Chattopadhay, Rita. *20th Century Sanskrit Literature: A Glimpse into Tradition and Innovation*, Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2009.

_. _. Modern *Sanskrit Dramas of Bengal: 20th Century, A. D.,* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1992.

Cuddon, J. A. *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory,* London: Penguin Books, 1999.

Dasgupta, S. N & S.K. Dey. *A History Sanskrit Literature classical period* vol. 1, Kolkata: University of Calcutta, 1947.

De, S. K. *Aspects of Sanskrit Literature*, Calcutta: FIRMA KLM Private Limited, 1976, pp-315.

Drever, J. *Psychology of Everyday life*, London: Methuen & CO. PTD, 1945, pp-168.

Gantar, J. *The Pleasure of Fools Essays in the Ethics of Laughter,* London: McGill-Queen's University Press, 2005, pp-185.

Ghate, V. S. *Lectures on Rigveda*, Bombay: Natesh Appaji and Publisher, 1915.

Ghosh, M. *The* Nātyaśāstra, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1951.

Hariyappa, H. L. *Rigvedic Legends through the ages*, Poona (Now Pune), Bombay: University Press, 1953, pp-330.

Hazlitt, W. *Lecture on the English Comic Writers*, New York: Wiley and Putnam, 1845, pp-257.

Hudson, W.H. *An Introduction to the study of Literature*, London: George G. Harrop & Company, 1913, pp-471.

Jones, W. *Theory and Practice of Psychology*, London: Macmillan, 1934, pp-308.

Kane, P.V. *History of Sanskrit Poetics*, Delhi: Motilal Banarsidas Private Limited, 1971.

Keith, A.B. *A History of Sanskrit Literature*, London: Oxford University Press, 1920.

Leacock, S. *Humour and Humanity an Introduction to the Study of Humour*, London: Thornton Butterworth Ltd, 193, pp-251.

Macdonell, A. A. *A History of Sanskrit Literature*, Delhi: Motilal Banarsidas Private Limited, 1962.

_._. *India's Past*, Oxford: At the Clarendon press, 1927, pp-275.

_._. & A.B. Keith. *Vedic Index of names and Subjects*, Delhi: Motilal Banarsidas Private Limited, 1912.

Mammaṭa. *Kāvyaprakāśa,* Ed. Nārāyṇa with commentary of Jālkīkara, Delhi: Parimal Publication, 2008.

McDougall, W. *The Energy of Men A study of fundamentals of Dynamic Psychology*, London: Methun & Co. Ltd, 1923, pp-418.

Meredith, G. *An Essay on Comedy and the Uses of the Comic Spirit*, London: Westminster, A Constable and company, 1903, pp-142.

Mishra, K. P. *Aesthetic Philosophy of Abhinavagupta*, Varanasi: Kala Prakashan, 2006.

Monier, W. *A Sanskrit English Dictionary*, Delhi: Motilal Banarsidas, 1899, pp-1378.

Mukherji, R. *Literature Criticism in Ancient India*, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhander, 1966, pp-573.

_._. *Imagery in Poetry: An Indian Approach*, Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1972, pp-168.

Nagar, R. S. Nātyaśāstra *of Bharatamuni*, Delhi: Parimal Publication, 2009, page-400.

Palmer, D. J. *Comedy Development in Criticism*, United Kingdom: Macmillan Education United Kingdom, 1984.

Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*, vol. 1, London: The Macmillan Company, 1923, pp-684.

Raychaudhuri, J & I. Habib. *The Cambridge Economic History of India*, Vol. 1, Hyderabad: Orient Longman limited, 1984.

Sen Gupta, S.C. *Shakespearean Comedy*, London: Geoffrey Cumberlege Oxford University press, 1950.

Sharma, M. M. *The Dhvani Theory in Sanskrit Poetics*, Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1968, pp-288.

Shastri, M. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with the commentary Abhinavbhāratī by Abhinavaguptācārya*, Varanasi: Banaras Hindu University, 1971, pp-838.

Stott, A. *Comedy the New Critical Idiom*, London: Routledge, 2004, pp-176.

Sully, J. *An Essay on Laughter: its forms, its causes, its development and its value*, London: Long mass, Green & Co., 1902, pp-432.

Thackeray, W. M. *The English Humourists of the Eighteenth*, London: Smith, Elder & Company, 1853, pp-322.

The Carlyle Encyclopaedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carlyle1).

Tolstoy, L. *What Is Art*, Funk & Wagnalls Company, New York: 1904.

বাংলা গ্রন্থসমূহ:

কাঞ্জিলাল, দিলীপকুমার. *সংস্কৃতসাহিত্যে হাস্যরস*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): সংস্কৃতকলেজ, ১৩৭১, পৃষ্ঠা-২৮৬।

কুমারনন্দী, সুধীর. *নন্দনতত্ত্ব*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৯ ডিসেম্বর।

খাস্তগীর, আশিস. *বাংলাগদ্যে নীতিশিক্ষা,* কলকাতা: পুস্তকবিপণি, ২০০৪ নভেম্বর (প্রথম প্রকাশ)।

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ. *সাহিত্যে ছোটগল্প,* কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৪৬৩, ৭ই শ্রাবণ, পৃষ্ঠা-৪৫৭।

ঘোষ, অজিত কুমার. *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা,* কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৬৮।

চট্টোপাধ্যায়, ঋতা. *আধুনিক সংস্কৃত কাব্য: বাঙালী মনীষা শতবর্ষের আলোকে,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *হাস্যকৌতুক,* কলকাতা: *বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,* ১৩৬১সাল।

দাস, দেব কুমার. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কোলকাতা (কলকাতা): ১৪০৪।

বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৬১৫।

বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ), পৃষ্ঠা-২৫৬।

বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র. নারায়ণ ভট্টাচার্য, *সাহিত্যের ভূমিকা,* কলিকাতা: এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা,* কলকাতা: গীতা প্রিন্টার্স, ১৪০৭।

ব্যানার্জি, তারাশঙ্কর. *শুকসারীকথা,* কোলকাতা (কলকাতা): শশধর প্রকাশনী, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ. *হাস্যরসের মালমশলা,* কলিকাতা (কলকাতা): ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৮৯।

ভট্টাচার্য, বিমানচন্দ্র. *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা,* কলকাতা: বুক ওয়ার্ল্ড, ১৯৫৮ সেপ্টেম্বর (প্রথম প্রকাশ)।

মজুমদার, মোহিতলাল. *সাহিত্য বিতান,* কলকাতা: শ্যামসুন্দর মাইতি প্রকাশক, ১৩৫৬ বৈশাখ (প্রথম প্রকাশ)।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ. *শতাব্দীর শিশুসাহিত্য,* কলকাতা: প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮১৮, পৃষ্ঠা-২৪৮।

মিশ্র, অশোক কুমার. *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস,* কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০০৫, ১৫ই আগস্ট (প্রথম প্রকাশ), পৃষ্ঠা-১৩২।

মিশ্র, গোপালচন্দ্র. *সংস্কৃত সাহিত্যের সমোলচনা: বিবিধ প্রসঙ্গ*, কোলকাতা (কলকাতা): সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩, পৃষ্ঠা-২৩১।

মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী. *রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): পুস্তক বিপণি, ১৩৮৭।

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল. *হাসির গান*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৩২সাল।

শাস্ত্রী, অশোক নাথ. *রস ও ভাব*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ)।

শাস্ত্রী, শিবশংকর. বিনয়, সরকার. *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের রূপরেখা*, কলিকাতা

(অধুনা কলকাতা): গিরিশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৯৬২ (প্রথম প্রকাশ)।

সম্রাট, দত্ত. *আখ্যান ব্যাখ্যান ও গদ্য চর্চা*, কলকাতা: অজন্তা প্রিন্টার্স, ২০১৭ (প্রথম প্রকাশ)।

_._. *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা: অজন্তা প্রিন্টার্স, ২০১০।

সেন, সুকুমার. *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৩৪, পৃষ্ঠা-১০৮।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র. *হাস্যরসিক পরশুরাম*, কলিকাতা (অধুনা কলকাতা): এ. মুখার্জী এণ্ড কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৬সাল।